অলকা নন্দিতা

মথুরা ত্রিপুরা

মথুরায় গিয়ে কাজ নেই –
আমার মথুরা থাকে খাগড়াপুর গ্রামে
মথুরার রক্তে মিশে আছে ত্রিপুরার ঘ্রাণ
চতুর্দিকে সবুজ পাহাড়, উঁচু নিচু পথ, বাঁশের দোতলা বাড়িতে
মথুরার বন্ধু-অন্ত প্রাণ আমাদের ঘিরে রাখে মোহময় জালে ;
বৈশাখের খরতাপে ফিরে আসবার কালে–
মনে হয় কি যেন ফেলে এলাম
মথুরা ত্রিপুরা তোমাকে প্রণাম;

আগামী বৈসুতে আমাকে দেখতে পাবে গোপীদের বেশে
চক আর শুকুরের অত্যাধিক ঝালে
জ্বলে উঠবে সমস্ত গ্রাম
পূর্ণিমায় জেগে থাকা রাত বোতল নৃত্যের তালে তালে
মুখরিত হবে, খাগড়াপুরের পাখিরা গাইবে সমস্বরে
ঘুম থেকে জেগে উঠবার গান; একটি নাম

মজনু শাহ

বেহালা

হাওয়া, হাহাকার আর ঘোড়া বিষয়ে যত কথা তুমি আমায় লিখে পাঠিয়েছ, তার সবই প্রায় আমি অনুবাদ করে ফেলেছি। রাত শেষ হয়ে এল। রসের হাঁড়ি নামাবার জন্য আজও সেই পুত্রকন্যা-হারা লোকটাই চলেছে খেজুরগাছের দিকে, যে প্রতিরাতেই বউ পেটায়, তারপর দুইজনে একসঙ্গে বসে কাঁদে।

একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া তাঁতঘরে আমি ভাড়া থাকি। সংসার চালাই প্রুফরিডিং করে। গরিবের ঘোড়ারোগের মতো, কিছুকাল হলো আমায় পেয়ে বসেছে রাতভর অনুবাদের নেশা। কিন্তু রসবিক্রেতার কা কীর্তি দেখে আজকাল মেজাজ ধরে রাখাই কঠিন হচ্ছে। প্রবল দুঃখে, কাগজপত্রের জঙ্গল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াই। আমি জানি, রাতের আকাশে কখনোই দেখতে পাব না মেরুজ্যোতি, বড়জোর লাল কালিতে কাটা হাজার হাজার প্রুফসিট উড়বে বাতাসে।

কটাদিন নিরুপদ্রব কাটাব ভেবে চকসূত্রাপুর আমার বন্ধুর বাড়িতে থাকতে গেলাম, ওমা দেখি যেখানেই যাই, তোমার নতুন কথাগুলো অনূদিত হতে চায় আমার বেহালায়, আর তখন নিকটস্থ গোলাপের ঝাড় থেকে শব্দগন্ধ ভেসে আসে।

কুমার চক্রবর্তী

ছন্দহীন আমি

১
তবু তুমি জান আহা ওগো মেঘ ওগো বর্ণরাত
তব অন্ধকারে একা জীবনের সুলুক সন্ধান
এক্ষণে অক্ষত অশ্রু নেত্রপাতে স্বপ্ন জমে জীবনসমান

চাঁদ সেও বন্ধু ছিল গলে গেছে নৈঃশব্দ্যের ভারে
রংবাজ জ্যোৎস্নারাশি রয়ে গেছে অবাস্তব রক্তের আঁধারে

আমার ভেতরে সন্ধ্যা দিবা বলে এখন বিদায়
নিদ্রাহীন প্রেম শুধু সমসাময়িক উপকূলে ঢেউ রেখে যায়

বার্তাগুলো রেখে দিয়ো তোমাদের জীবনের ভাঁজে
আমার অন্তরে বাঁশি সুর তোলে সকাল ও সাঁজে

অগন্তব্যে কেটে গেছে গতাগত হয়েছে মন্থর
হৃদয়ে জমানো ব্যথা রচে যায় সমুদ্রঅন্তর

২
ডানাগুলি আর বহন করতে পারি না হে করুণাসিন্ধু, কিন্তু তুমি বোধিবৃক্ষ
বহন করেছ অযুত অযুত পত্র, নিযুত গন্তব্যফল মৃত্যুমুখরিত
ফলে মেঘ, হাহাকারকৃত শিমুল ফোটার মেঘ, সিন্ধু থেকে ভেজা লেন্স এনে
মম চোখে সেঁটে দাও অবলীলাক্রমে,
এখন কাছের দিয়ে দেখি না দূরের,আর
দূরের দিয়ে নিকট কাছের, ফলে রাতদিনকানা আমি
বিশুদ্ধ অন্ধই থেকে যাই
আর চার অন্ধ চোখ হাতে নিয়ে জীবনের ভাঙা গান গাই

মূলত সারস পুষি অন্তরে অন্তরে
আসল রহস্যগুলো প্রতিভাত হয় অন্ধমেঘসম্পর্কিত রাতের মর্মরে

চঞ্চল আশরাফ

পাথর

পাথর সম্পর্কে দেখছি তোমার কোনো ধারণাই নেই!
এটি জলপিণ্ড, মুঠোয় যদিও তাকে ধরা যায়, ধূলির সমুদ্র থেকে
ধীরে-ধীরে বহু বছরের হাওয়ায় তাকে তুলে নিলে তুমি তার পুলক
দেখোনি? দেখেছো সে-হ্রদের তলদেশে উদ্ভিদের আলোড়ন?

আজ দেখি, পাথরের মতো গড়িয়ে পড়ছে প্রেমিকের দল
পাহাড়ের চূড়া থেকে, উপত্যকায় নিজের নারীকে দেখে; আর ঝরনায়
বয়ে-যাওয়া নুড়ির ভেতরে বীজ, ঘুমন্ত শস্যের; ক্রমশ কঠিন হয়ে-ওঠা
অববাহিকায়, শান্ত লোকালয়ে, ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে ট্রেযাক্সনি
শেষ হয়ে এলে ট্রেনের হুইসেল বাজে আর আন্তজেলা বাস
ছুটে চলে ধূলির সমুদ্র দিয়ে, বহু বছরের হাওয়ায় সেই পিষ্ট,
সূক্ষ্ম ও উড়ন্ত কণারাশি বৃষ্টিতে জমাট, যখন হাঁটবে তুমি স্তব্ধতায়,
দেখো, অজস্র পাথর এসে লাগছে শরীরে– ঠাণ্ডা, সুখকর, তুলতুলে
আর বুদবুদ হয়ে মুছে যাচ্ছে আকাশে

বাড়ি

বাড়িগুলো দেখি স্থির, চুপচাপ ভোরের আলোয়।
কখনো এসেছে ভেসে কোলাহল, আর্তনাদ, গান; ফাঁক হওয়া পর্দার ভেতর
বাড়ি খুব নড়ে– সেই কম্পন কারও-কারও ঘুমে এসে পড়ে

দেখি, বাড়িগুলো থমথমে, সন্ধ্যার পাখি-ফেরা আকাশের স্তব্ধতায়।
তারপর জানালা-দরজা আর ভেন্টিলেটর দিয়ে পড়িমরি ছুটে আসে
বাতাসের তীব্র হল্লা; গোত্তা খেয়ে শূন্যে ওঠে
সেই কাগজপত্তর, পূর্বপুরুষের আড়ষ্ট আতুল

বাড়ি কি সমুদ্র? সেখানেও নিম্নচাপ, বায়ুঘূর্ণি?

একদিন দেখি বাড়িগুলো ছুটছে, পালাতে চাইছে মানুষের জঙ্গল থেকে;
তখন রাস্তার পাশে নির্মাণজীবীর দল দাবি তুলছিল ন্যায্য মজুরির
আর কাঁচা সুপারির রসে ঘাম বের করে বুলডোজারচালক
রইল দাঁড়িয়ে; উড়ন্ত বাড়ির পিছু-পিছু মালিক দৌড়ুচ্ছে দেখে
বিষণ্ন স্থপতির সহাস্য গান : কী ঘর বানাইলাম আমি শূন্যের মাঝার...

সুর থেমে গেলে তলা দেখা যায় : একটারও ক্ষমতা নেই ভূকম্প প্রতিরোধের

আহমেদ স্বপন মাহমুদ

সুন্দরবনের গল্প

সুন্দরবনের গল্পে একপ্রকার সম্মোহন আছে।
সারারাত হরিণীর পেছনে চিতাবাঘ
চিতার পেছনে আকাঙ্ক্ষা
আকাঙ্ক্ষার পেছনে আগুন
আগুনের পেছনে সম্মোহন...
ইত্যাকার গল্পে একপ্রকার ধ্যান নিহিত।

আমি যেই সম্মোহনে তার দিকে তাকালাম
যথামাত্র অজস্র জৈব-মেঘ উড়ে এলো
আর তার চোখের লুকোনো আগুন
অন্ধ হল নিমেষে– আগুনের ভরা অন্ধকার।

এইরূপ গল্পে আমি ও জীবনানন্দ প্রায়শ সুন্দরবন যাই
আর সুন্দরবন ক্রমশ মুগ্ধ হয় আমাদের প্রতিভায়।